AKASHVANI (Kolkata)

Regional News Unit

Date: 06-01-2026 **Desk in Charge:- S.D.G.**

Time: 7-50 PM **Compiling :- NBR**

DEO: KB **NRT : NBR**

Announcement :- আকাশবাণী / খবর পড়ছিঃ-

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ ভোটার তালিকার তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত সমস্ত নোটিস, আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিতে নির্বাচন কমিশন কঠোর নির্দেশিকা জারি করেছে।

২/ দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে আগামী ৮'ই জানুয়ারী বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন।

৩/ ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীনে থাকা নথিকে SIR প্রক্রিয়ায় বৈধ প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দলনেতা, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছেন।

৪/ দাড়িভিট হাইস্কুলে দুই ছাত্র মৃত্যু মামলায় রাজ্যের আবেদন খারিজ করে দিয়ে NIA তদন্ত বহাল রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট।

৫/ আবহাওয়া দপ্তর, বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় আগামীকাল শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা জারী করেছে।

****

ভোটার তালিকার তথাকথিত তথ্যগত অসঙ্গতি বা লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত সমস্ত নোটিস অবিলম্বে ডাউনলোড করে আগামী চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ভোটারদের হাতে পৌঁছে দিতে নির্বাচন কমিশন কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

এই কাজে কোনও রকম গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের এই নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজ থেকে প্রতিদিন বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক কতগুলি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি নোটিস পাঠানো হল, তার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

উল্লেখ্য, রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন চলাকালীন প্রথম দফায় তথ্যগত অসঙ্গতির তালিকায় প্রায় এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ ভোটারের নাম উঠে এসেছিল। তবে পরবর্তী যাচাই ও সংশোধনের পরে সেই সংখ্যা কমেছে। সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় থাকা ভোটারের সংখ্যা নেমে এসেছে প্রায় পঁচানব্বই লক্ষে।

****

ভোটমুখী রাজ্যগুলির পর এবার সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকে বসছে নির্বাচন কমিশন। **আগামী ৮ জানুয়ারি সকাল ১০টা** থেকে জরুরি ভিত্তিতে দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।
সূত্রের দাবি, চলতি SIR প্রক্রিয়া, ভোট প্রস্তুতি এবং আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই এই বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠকের পর আজ রাতেই দিল্লি থেকে ফিরছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল।
আগামীকাল রাতে ফের তিনি দিল্লি রওনা হবেন বলে জানা গেছে।

****

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার শুনানি পর্বে সম্প্রতি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মগরাহাটে গিয়ে বিশেষ পর্যবেক্ষক সি মুরুগানের হেনস্থার ঘটনায় রাজ্য

পুলিশের ডিজি, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতো রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তবে, রিপোর্টে কি আছে, তা' এখনো জানা যায়নি।

এদিকে, মুরুগান আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সোনারপুর বিডিও অফিসে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং শুনানি সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে খোঁজখবর নেন। বৈঠকের পরে তিনি সরাসরি যান বারুইপুরের রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়ে অবস্থিত শুনানি কেন্দ্রে। সেখানে শুনানিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি শুনানি পরিচালনায় যুক্ত আধিকারিকদের কাছ থেকেও প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য নেন পর্যবেক্ষক। এর পর সি মুরুগান বারুইপুর বিডিও অফিসে যান।

****

ভোটার তালিকার অসঙ্গতি রুখতে নির্বাচন কমিশন, সরকারি দপ্তরে কর্মরত আধিকারিক ও কর্মীদের কাছ থেকে লিখিত হলফনামা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে। কোনও সরকারি কর্মীর নাম, দু'টি আলাদা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় রয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতেই এই উদ্যোগ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মর্মে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অধীনস্থ কর্মীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ঘোষণা বা হলফনামা সংগ্রহ করতে হবে। ওই ঘোষণাপত্রে কর্মীকে জানাতে হবে, ঠিকানা অনুযায়ী তিনি বর্তমানে কোন্ বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। পাশাপাশি, আগে যে বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম ছিল, সেখান থেকে নাম কাটার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, তাও স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

****

কেন্দ্রের 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন গ্রামীণ-বিকশিত ভারত জি রাম জি আইন , শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার একটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি বলে বিজেপি দাবি করেছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই নতুন আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ১০০দিনের প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি, ভুয়ো জবকার্ড এবং তহবিল

নয়ছয়ের কারণে প্রকৃত শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কেন্দ্রের পরিদর্শনে একাধিক জায়গায় গুরুতর অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। নতুন আইনের মূল লক্ষ্য হল স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কার্যকর নজরদারি।

(বাইট-শমীক)

****

২০২৫ সালে কর থেকে আইন সংস্কার এসেছে বহু ক্ষেত্রে। গত ১৫ ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিকশিত ভারতের জন্য আইন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তা প্রতিফলিত হয়েছে এই সংস্কারগুলিতে।

একটি প্রতিবেদন - (ভিসি- কাশফিন)

****

আজকের প্রসঙ্গ অনুষ্ঠানে আজ শুনবেন বিশেষ আলোচনা- 'অযোধ্যা থেকে ইউনেস্কো'। আইনজীবী দেবজিত সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন কল্যাণ লাহা।
আকাশবাণী সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটি শুনবেন এই স্থানীয় সংবাদের ঠিক পরেই, গীতাঞ্জলি, DTH বাংলা এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে।

****

বিজেপি ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীনে থাকা নথিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় বৈধ প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছে। কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন,এসআইআর চলাকালীন বহু চা বাগান শ্রমিকের কাছে জন্ম বা শিক্ষাগত শংসাপত্র না থাকায় ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এবিষয়ে দার্জিলিং-এর সাংসদ রাজু বিস্তা নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ২০০৬ সালের ফরেস্ট রাইটহ অ্যাক্ট অনুযায়ী চা বাগান শ্রমিকদের জমির মালিকানা বা অধিকার পাওয়ার কথা থাকলেও রাজ্য সরকার সেই আইন কার্যকর করেনি। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই এই আইন মানা হচ্ছে না বলে বিরোধী দলনেতা জানিয়েছেন। লিজ বা ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। শ্রী অধিকারী আরও জানান, আলিপুরদুয়ার ও

জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক চা বাগানে গত চার থেকে পাঁচ মাস ধরে শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। এর ফলে বহু চা বাগান কার্যত বন্ধ অথবা সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের ব্যর্থতাকে দায়ী করেন। বিরোধী দলনেতা অবিলম্বে শ্রমিকদের পাঁচ মাসের বকেয়া বেতন মেটানোর দাবি জানান। শ্রী অধিকারী আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার চা বাগানের জমির প্রায় ৩০ শতাংশ বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহারের জন্য অনুমতি দিয়ে চা শিল্প ধ্বংসের পরিকল্পনা নিয়েছে। চা বাগান শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতির পরিবর্তে তাদের ন্যায্য অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য বিজেপি লড়াই চালিয়ে যাবে বলে বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিজ্ঞা সহ উত্তরবঙ্গের কয়েকজন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিরোধী দলনেতা বলেন, ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীনে নথিগুলি বৈধ প্রমাণপত্র হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তিনি নিজেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠি দিয়েছেন।

****

রাজ্য পুলিশের পরবর্তী মহানির্দেশক নিয়োগকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী মহা নির্দেশকের নাম প্রস্তাব করে রাজ্য সরকারের পাঠানো প্যানেল এমপ্যানেলমেন্ট কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছিল, তা ফেরত পাঠিয়েছে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পাশাপাশি ইউপিএসসি তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে পাঠানো চিঠিতে ডিজি পদে রাজীব কুমারের নিয়োগ নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রের মতে, এই চিঠির পর ফলে বর্তমান ডিজিপি রাজীব কুমারকে বেছে নেওয়ার পুরো প্রক্রিয়াই নতুন করে বিতর্কের মুখে পড়েছে।

ওই চিঠিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে যে, ডিজি নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব ও নথিতে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা ও ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নির্ধারিত গাইডলাইন ঠিক ভাবে মানা হয়েছে কি না, সেই বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই অবস্থায় রাজ্যকে নতুন করে প্রস্তাব পাঠানোর ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে।

****

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙ্গড়ে অশান্ত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে কলকাতা পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। ভাঙ্গড়ের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য কাইজার আহমেদ এবং ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার মামলায় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ, এই নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত অক্টোবরে কাইজারের দপ্তরে শতাধিক দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। শওকত সহ ১৫ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তারের দাবী জানিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন কাইজার। এর প্রেক্ষিতেই কলকাতা পুলিশকে নজরদারির পাশাপাশি তদন্ত নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ভাঙ্গড় দু'নম্বর ব্লকের উত্তর কাশীপুর থানার অন্তর্গত ছেলে-গোয়ালিয়া এলাকায় এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মারধোরের অভিযোগ উঠেছে ISF-এর বিরুদ্ধে। বিধায়ক শওকত মোল্লাকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করাতেই সরিফুল মোল্লা নামে ওই ব্যক্তির ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। যদিও ISF-এর পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

****

আবহাওয়া দপ্তর আগামীকাল বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় শৈত্য প্রবাহের সতর্কতা জারী করেছে। আগামী পাঁচ দিন রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই শীতল আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতায় আজ ২০১৩ সালের পর সব থেকে কম সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১০ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে তিন দশমিক সাত ডিগ্রী কম। এদিকে আজ সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও প্রায় ৭ ডিগ্রি কমে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে, যা জানুয়ারি মাসে নিরিখে একটি রেকর্ড।

এদিকে, বঙ্গোপসাগরের একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে যা আগামী ৪৮ ঘণ্টায় দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গোসাগরে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। এর প্রভাবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমের বায়ু প্রবাহ বেড়ে যাওয়ায় এ রাজ্যে ঠান্ডা বেশি অনুভূত হচ্ছে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান ডক্টর হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন।

(বাইট- হবিবুর)

****

জল পথে বিপদগ্রস্ত কোন মানুষকে দ্রুত উদ্ধার করতে এবার সাগরমেলায় নতুন সংযোজন লাইফবয় ওয়াটার ড্রোন। নদী পথে মানুষ দুর্ঘটনায় পড়লে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করা হবে। এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে সাত মিটার প্রতি সেকেন্ড গতিবেগে ওই ড্রোন পৌঁছে যাবে বিপদগ্রস্তের কাছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাত্র দুই সেকেন্ডে ডুবন্ত নৌকা থেকে উদ্ধার কাজ চালাবে লাইফ বয় ওয়াটার ড্রোন। ১০০০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করতে সক্ষম ড্রোনটি।

****